Released R-5-1952

৺দীনবন্ধু মিত্র রচিত

নীলদর্পণ

গোল্ডেন রিলিজ

কাতরস নয় তারও কিছু আগেকার লুব্ধ নীলকর
ইংরাজ বনিকের অত্যাচারের রক্তরাঙা কাহিনী

৺দীনবন্ধু মিত্রের

নীলদর্পণ

প্রযোজনা—মুভিল্যাণ্ড লিঃ : : পরিচালনা—বিমল রায়

চিত্রগঠনে

আলোক চিত্রশিল্পী	...	সুবোধ বন্দ্যোঃ	সহকারী	...	নলিন হুয়ারা
শব্দযন্ত্রী	...	গৌর দাস	,,	...	সিদ্ধি নাগ
শিল্পনির্দ্দেশক	...	সুনীল সরকার	,,	...	অমিতাভ বর্দ্ধন
সম্পাদক	...	অজিত দাস	,,	...	নির্ম্মলানন্দ,
প্রধান সংগঠক	...	শচীন সেনরায়	,,		প্রমোদ ঘোষ
		ও	,,		কৃষ্ণধন, বিজনকুমার,
	...	শান্তিরঞ্জন নন্দী			অমল
আবাহ সঙ্গীত	...	কালীপদ সেন	রসায়নাগারাধ্যক্ষ—ধীরেন দাশগুপ্ত		
রূপসজ্জা	...	শৈলেন গাঙ্গুলী	সাজসজ্জা—কার্ত্তিক সাহা		
সহ-ব্যবস্থাপক	...	বিশু পাল	আলোক সম্পাত—হেমন্ত দাস		

সহকারী পরিচালনা—শিব ভট্টাঃ, অসিত ভট্টাঃ, অমিয় রায়

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে R. C. A শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক—গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

চরিত্র চিত্রণে

সন্ধ্যারাণী, পদ্মাদেবী, রেণুকা, শান্তি সান্যাল, পূর্ণিমা, রাণীবালা, জহর, নীতিশ, গুরুদাস, সন্তোষ সিংহ, হরিধন, ম্যালকম, ফারুক মির্জ্জা, বিজনকুমার, কৃষ্ণধন (ছোট), প্রমোদ গাঙ্গুলী, মাঃ বিভু, ভূপাল মুখার্জ্জী, আশু বোস, পশুপতি কুণ্ডু, বাণীবাবু, জীবন গোস্বামী, লীলাবতী, বাণী, স্বপ্না, কনক, রুবী, মিস এ্যাণ্ডারসন, ব্লেনচেট, গ্রীণগ্রাস, শ্যারমন, টংকিন, চণ্ডী মিত্র, অসিত, রবি, দেবরঞ্জন, শান্তি বন্দ্যোঃ, অমর বসু, প্রভাত বসু ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দিয়ে যিনি সাহায্য করেছেন—
শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালকের কথা—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নীলদর্পণ"—প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন—

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র যাঁহাকে "নাট্যগুরু" এবং "রঙ্গালয় স্রষ্টা" বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে নাটক "বিশ্বকালীন গ্রন্থরাজি"র দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে সুচারুভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন—

অমর নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাটক "নীলদর্পণ" চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিতে পারিয়া আমরা ধন্য বোধ করিতেছি।

নীলদর্পণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

৺দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০—১৮৭৪) নীলদর্পণ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তথাপি পাঠকসমাজ নাট্যকারের পরিচয় জ্ঞাত ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে এই নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করান পাদ্রী লঙ্ সাহেব, সেই গ্রন্থের নাম করণ হয় The Indigo Planting Mirrors। এতে অনুবাদকের নাম ছিল না, কিন্তু প্রকাশক হিসাবে নাম ছিল পাদ্রী লঙ সাহেবের। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে নীলকরেরা মামলা দায়ের করেন। মামলায় লঙ্ সাহেবের একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়।.....

নীলদর্পণ প্রকাশিত হইলে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়। ইংরাজী অনুবাদের সূত্র ধরিয়া সেই আন্দোলন বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই নীলকরের অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল এবং লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ...

কাহিনীর সারাংশ

গ্রামের নাম স্বরপুর। গোলক বসু মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী। ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি তাহার সবই ছিল। প্রায় সাত পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। তাই পাশাপাশি সাতখানা গ্রামের প্রত্যেকটি লোক তাঁহাকে ভাল বাসিত। .....

গোলক বসুর দুই পুত্র। বড় নবীনমাধব, সর্ব্বগুণে সমন্বিত। তাই গ্রামের প্রত্যেকটি লোক তাঁহাকে বড়বাবু বলিত। ছোট বিন্দুমাধব, নিরীহ, গোবেচারা—কলেজে পড়িত। তা ছাড়া সংসারে স্ত্রী সাবিত্রী, দুই পুত্রবধু—বড় সৈরেন্ধ্রী, ছোট সরলতা, এবং নবীনমাধবের ৭।৮ বয়স্ক পুত্র বিপিন ও কয়েকজন চাকর, চাকরাণী লইয়া বসু মহাশয়ের সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিত। .....

ক্ষেত্রমণি সাধুচরণের কন্যা। মা, রেবতীকে লুকিয়ে পুকুরঘাটে কলসী নিয়ে জল আনতে আসে, জল নিয়ে ফেরার পথে কুঠীর ছোট সাহেব, মিঃ রোগ তাঁহাকে

দেখেন, এবং দু-চারটা খারাপ মন্তব্য করেন, ক্ষেত্রমণির সই তাহার সঙ্গে ছিল। উভয়ে ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী পালিয়ে যায়।

বাড়ীর দরজায় পা দেওয়ার সাথে সাথেই মা, রেবতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েকে বকাবকি আরম্ভ করলেন। কাপড় ছাড়ার জন্য মেয়েকে ঘরের ভেতর পাঠালেন এবং নিজে জলের কলসী নিয়ে রান্নাঘরের দিকে দু'এক পা এগিয়ে যেতেই, রাইচরণ (সাধুর ছোট ভাই) ছুটতে ছুটতে এসে হাজির, এবং বৌদিকে বল্‌ছে যে এখানকার বাস উঠল, কারণ সাহেবরা জোর করে তাদের সাপলাতলার জমিতে নীল চাষের জন্য দাগ মেরেছে। যেমনই একথা বলা অমনিই কুঠীর আমিন, এবং ৪।৫ জন পাইক সাধুর বাড়ীতে এসে রাইচরণকে বাঁধতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় সাধুচরণ এসে হাজির। আমিন জোর করে ওদের দুই ভাইকেই কুঠীতে ধরে নিয়ে গেল।

তখন রেবতী ও ক্ষেত্রমণি উভয়েই কাঁদতে কাঁদতে বড়বাবুদের বাড়ী গেল।

গোলক বসুর বাড়ীতে ছোটবৌ সরলতা ঝি আদুরীর সঙ্গে তার স্বামীর কথা নিয়ে ঠাট্টা করছে এমন সময় রেবতী ও ক্ষেত্রমণি কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত।

সব কথা শুনে তখনই নবীনমাধব সাধুচরণ ও রাইচরণকে উদ্ধার করার জন্য বেগুনবাড়ীর কুঠীতে গেলেন।

বেগুনবাড়ীর নীলকুঠীতে বড়সাহেব উড্. দেওয়ান গোপীর সঙ্গে নীল চাষের দাদন সম্বন্ধে কথা বলছেন। এমন সময় আমিন সাধুচরণ আর রাইচরণকে নিয়ে এল এবং বড়সাহেবের কাছে নালিশ করলো যে এরা দাদন নিতে চায় না, উপরন্তু ফৌজদারী মামলা করবে বলে শাসিয়েছে। একথা শুনে বড়সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে রাইচরণকে চাবুক মারতে আরম্ভ করলেন। এই সময় নবীনমাধব হাজির হলেন সাহেবের সঙ্গে উভয়ের কথা কাটাকাটি হয় এবং সাহেব নবীনমাধবকে নানারকম গালাগালি করেন।

বাড়ীতে ফিরে এসে নবীনমাধব, পিতা গোলক বসুর সঙ্গে এই অপমানের কথা বলছেন, মাটিতে বসে আছে তোরাপ মিঞা।

এমন সময় সাবিত্রী এসে নবীনকে সাহেবদের এই কাজের প্রতিবাদ করতে আদেশ করলেন।

এরপর ৫।৬ খানা গ্রামের লোক মিলে বড়বাবুর কাছে শপথ করলে যে তারা বড়বাবুর হুকুম ছাড়া নীল বুনবে না। এতে উড সাহেব খুব চটে গিয়ে সমস্ত শ্যামনগর গ্রাম একরাত্রে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন। তোরাপ মিঞা

বা গ্রামের আরও বহু মাতব্বর লোককে এবং গ্রামের কয়েকটী সুন্দরী সুন্দরী স্ত্রীলোকদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে নীলকুঠীর গারদঘরে বন্দী করে রাখলেন। এদিকে নবীনমাধব গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে এলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে নবীনমাধব জেলায় গিয়ে সাহেবদের নামে লুঠ রাহাজানি এবং ঘর পোড়ানোর জন্য মামলা দায়ের করলেন। এতে উড্ সাহেব আরও চটে গেলেন, তখন নবীনমাধবকে জব্দ করবার জন্য অন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় দেওয়ান গোপী, সাহেবকে পরামর্শ দিল যে গোলক বসুকে এগার আইনে ধরিয়ে দিলে নবীনমাধবের বিষদাঁত একেবারে ভেঙ্গে যাবে।

কথা এবং কাজ সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গোলক বসু মহাশয়কে থানার দারোগা পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গেল। এই ব্যাপারে বাড়ীর সকলে শোকে মুহ্যমান। নবীনমাধব তখন ইন্দ্রবাদে ছিলেন।

এদিকে ক্ষেত্রমণি ও রেবতী এই সংবাদ পেয়ে নবীনমাধবের বাড়ীতে এসে বাড়ীর মেয়েদের সান্ত্বনা দিতে থাকেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফেরার পথে এক বিপদ ঘটল। কুঠীর ছোট সাহেব মিঃ রোগের ক্ষেত্রমণির উপর একটু নজর ছিল। তিনি পেয়াদা এবং আমিনের বোন পদী ময়রাণীকে দিয়ে ক্ষেত্রমণিকে ধরে আনবার চেষ্টা করছিলেন। আজ সে সুযোগ ঘটে গেল।

ওদিকে তোরাপ সাহেবদের গারদ ঘরের জানালা ভেঙ্গে ভবানী মজুমদারকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে নবীনমাধবের বাড়ীতে। নবীনমাধব ও তোরাপের সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা হচ্ছে সেই সময় রেবতী এসে ক্ষেত্রকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে নবীন তোরাপকে নিয়ে ছুটলো ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করার জন্য।

ওদিকে ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণিকে একলা ঘরের মধ্যে পেয়ে, উন্মত্ত অবস্থায় তাহাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। এমন সময় তোরাপ ও নবীনমাধব এসে হাজির। তোরাপ লাঠির ঘায়ে ছোট সাহেবকে কাবু করে ফেল্লো। আর ওদিকে নবীনমাধব মুর্চ্ছিত ক্ষেত্রমণিকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পরের দিনই নবীনমাধব বিন্দুমাধবের পত্র পেলেন যে সেই দিনই গোলক বসুর মামলার তারিখ। নবীনমাধব খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এ কাজে স্ত্রী সৈরেন্ধ্রী তাঁহাকে সহায়তা করলেন। তখন নবীনমাধব সহরের দিকে রওনা হলেন।

ইন্দ্রবাদ কোর্টে বিচার হল। বিচারে গোলক বসুর কারাদণ্ড হ'ল। কারণ নিরপেক্ষ বিচার হয় নাই। নবীনমাধব উকিলবাবুকে সঙ্গে দিয়ে বিন্দুমাধবকে কলিকাতায় কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করার জন্য পাঠালেন।

বিন্দুমাধব অনেক চেষ্টা করে ডি, আই, জি, বেঙ্গলের কাছে থেকে বাবার মুক্তির

আদেশপত্র পেল। মহানন্দে বিন্দুমাধব ইন্দ্রবাদ জেলে মুক্তির আদেশ পত্র নিয়ে হাজির হ'ল।

কিন্তু নিয়তি বাদ সাধলেন। বিন্দুমাধবের পৌঁছানর কিছু আগেই গোলক বসু মহাশয় গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করেছেন।

ইহার কয়েকদিন পরে গোলক বসুর মৃত্যুর জন্য সাহেবদের বিরুদ্ধে কমিশন তলব হয়। তখন উড সাহেব আবার ক্ষেপে গিয়ে নিজেই নবীনমাধবের পুকুরপাড়ে নীল চাষের জন্য দলবল নিয়ে হাজির হলেন। নবীনমাধব এই কথা শুনে বাধা দিতে যান।

এই বাধা দেওয়ার সময় উড সাহেব লাঠি দিয়ে নবীনমাধবের মাথা ফাটিয়ে দেন। তোরাপ এই খবর পেয়ে ছুটে এসে বড় সাহেবের গলায় পা দিয়ে তাকে মেরে ফেলে। পাইক পেয়াদারা কেহই বড়বাবুর গায়ে হাত দেয় না। সকলেই চুপচাপ। এমন সময় ছোট সাহেব ছুটে এসে তোরাপের সঙ্গে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করেন। সেই অবসরে বিন্দুমাধব ২।১ জন গ্রামের লোকের সাহায্যে নবীনমাধবকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। তোরাপের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় রোগ সাহেব মুর্চ্ছা যাবার ভান করেন। তখন তোরাপ সাহেবকে ছেড়ে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আস্তে আস্তে যাবার জন্য যেমনই উঠেছে অমনি রোগ সাহেব তোরাপকে গুলি করেন। ইহাতে তোরাপের মৃত্যু হয়।

ওদিকে সতী ক্ষেত্রমণির অবস্থা খুবই খারাপ। কারণ গর্ভাবস্থায় সাহেব পেটে লাথি মেরেছে। কবিরাজ মন্তব্য করেছেন যে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। সাধুর বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। ক্ষেত্রমণি মারা গেলেন।

নবীনমাধবের অবস্থা তদ্রূপ। মাথার আঘাত সাংঘাতিক হওয়ার জন্য ডাক্তার নবীনমাধবের প্রাণ রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান।.....

এরপর কি ঘটেছিল ?.....স্বচক্ষে দেখুন বাংলার নীলচাষের কি পরিণতি !.....

বাংলার নীল চাষের ইতিহাসে নবীনমাধবের আত্মত্যাগ তোরাপের প্রভুভক্তি, আমিন আর গোপীর স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দেশের লোকের সর্ব্বনাশ, এর প্রতিটি দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে।...

বাংলা দেশের, নবীনমাধবের মত একটী সংসার নয়, এ রকম শত সহস্র সংসার নীলকরের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেছে ! শুধু তাই নয়, নীলকরের লালসার বহ্নিতে আহুতি দিতে হয়েছে, আরও কত শত সহস্র কুললক্ষ্মীর অমূল্য সতীত্ব।

এর শেষ পরিণতি কি ?

রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড, ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে শ্রীরবীন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত